দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ · 04 · JAN · 2016 ······
পৃষ্ঠা ··· ৫ ··· কলাম ····· ৬ ·····

যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কাজ দ্রুত এগুচ্ছে

■ আহমেদ সাঈদ বুলবুল, যশোর অফিস

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন পূরণের গন্তব্য হয়ে ওঠার পথে রয়েছে যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক। এই পার্কের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হবে এ অঞ্চলের ১০ হাজার তরুণের। বাংলাদেশের 'সিলিকন ভ্যালি' হয়ে উঠবে আইটি পার্কটি। পার্ককে ঘিরে এমন সব আশার কথা শোনালেন আইটি বিশেষজ্ঞ আর আইটি প্রতিমন্ত্রী। রবিবার সকালে যশোরে নির্মাণাধীন পার্ক ভবনে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব স্বপ্নের কথা মেলে ধরেন সংশ্লিষ্টরা।

সূত্র জানায়, ২০১০ সালের ২৭ ডিসেম্বর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন 'বেকারত্ব নিরসন, উৎপাদনমুখী জনবল সৃষ্টি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যশোরে আন্তর্জাতিক মানের একটি আইটি পার্ক স্থাপন করা হবে।' প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে ২০১৪ সালের ২৫ এপ্রিল যশোর শহরের বেজপাড়া এলাকায় এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রায় সাড়ে নয় একর জমি ও জলাধারের উপর প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। ২৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। প্রকল্পের মূল ভবন ভূমিকম্প প্রতিরোধক কম্পোজিট স্ট্রাকচারে (স্টিল ও কংক্রিট) নির্মিত হচ্ছে। ১৫ তলা ভিত্তির উপর প্রথম দফায় পাঁচতলা ভবন নির্মিত হচ্ছে। পাঁচটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের পাঁচটি অংশে কাজ করছে। আগামী জুন মাসে পার্কের উদ্বোধন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পার্কটি চালু হলে আইটি খাতের উদ্যোক্তারা এখানে ব্যবসা করবেন। এখানে ঠিকানা হবে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য সব সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের। এই পার্কের মাধ্যমে পুরো খুলনা বিভাগের ১০ জেলার অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে যাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক প্রকল্পের পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম জানান, কম্পিউটারের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ফ্রি-ল্যান্সিং, কল সেন্টার ও রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট— এ ৪টি সেক্টরে দেশ-বিদেশের আইটি (তথ্য ও প্রযুক্তি) শিল্প উদ্যোক্তারা বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে কয়েক কোটি শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এখাতে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শিল্পের মতো আইটি খাতেও অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বে লিড দিতে পারবে। কেননা আইটি খাতে আমাদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, এ পার্কে কাজ করতে আসা ১০ হাজার কর্মীর চোখের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য পার্কের মূল ভবনের সামনে পাঁচ একরের একটি বিশাল জলাধার থাকছে। যেখানে স্বচ্ছ পানিতে ছাড়া থাকবে দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতির মাছসহ জলজ প্রাণী। থাকবে দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা। প্রকল্পের নকশায় এর নাম দেয়া হয়েছে 'ইকো ট্যুরিজম পার্ক'। এছাড়া মূল ভবনের দক্ষিণ পাশে থাকবে সবুজ বেষ্টনি। যেখানে কর্মীদের পায়ে হাঁটার জন্য আঁকা-বাঁকা পথ থাকবে। নকশায় এর নাম রাখা হয়েছে 'গ্রিন জোন'। কাজের মাঝে একটু স্বস্তির জন্য এ বেষ্টনিতে ঘুরতে পারবেন পার্কের কর্মী ও সেবা নিতে আসা মানুষ।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং কোর্স উদ্বোধন

রবিবার যশোরে নির্মাণাধীন পার্ক ভবনে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক। যশোরের জেলা প্রশাসক ড. মো. হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাজী নাবিল আহমেদ এমপি, মনিরুল ইসলাম মনির এমপি, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম মিলন, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রকল্পের পরিচালক এএনএম সফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেন, ডিজিটাল অর্থনীতি গড়বার জন্য ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী। তরুণ প্রজন্মকে আইটিমুখী করা গেলে সেটা সম্ভব। এজন্য মানবসম্পদ তৈরির বিকল্প নেই। এজন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রোল মডেল হবে যশোর। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন সদস্যকে প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলা হবে। সেই লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে হাইটেক পার্ক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। যশোরের হাইটেক সফটওয়ার পার্কে ১০ হাজার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হবে। অনুষ্ঠানের বক্তারা যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের নাম 'শেখ হাসিনা আইটি পার্ক' নামকরণের দাবি জানান। জবাবে আইটি প্রতিমন্ত্রী এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।